শব্দ বাজে নিত্যকালের

বুকের মধ্যে শব্দ বাজে নিত্যকালের।

বুকের থেকে সে শব্দকে যখন আনি মুখের ভাষায়
তখনি তা বেসুর হাওয়ায়
হাজার রকম কথা বলে
পরস্পরে ঝগড়া করে।

এমন বিকেল কবে ছিলো---
যখন রোদে আলো ছিলো আলোর ভেতর নীল - সোনালীর জলুস ছিলো
নদীর ধারে দাঁড়িয়ে একা বিভা-র মতো নারী ছিলো
নারীর মনে ছন্দ ছিলো
হৃদয় থেকে রক্তপাতও পরম ছিলো।

এখন যেন তর সয় না রক্তপাতের
রক্ত মুখে রক্ত বুকে
ছেঁড়াখোঁড়া মানচিত্রেও রক্ত লেগে
মা-এর সাদা বসনখানি রক্ত ফুলের শিখার মতো,
মূল্যমানের কাটকুটি পটের ওপর আঁচড় কাটে,
শিকার হওয়া নারীর মতো দিন কেটে যায় অমর্যাদায়।

এমন দিনে বিষণ্ণ মুখ যীশুর চোখে তাকিয়ে থাকতে
কেউ কি পারে
সবাই যে যার তূণের মধ্যে শানানো তীর
দগ্‌দগে ঘা শুকিয়ে যাওয়া চামড়া যেন সমস্ত মন
ভীষণভাবে দাঁড়িয়ে আছে
মাথায় শুধু কটা পালক নীলচে কালো বেগ্‌নি রঙের

বুকের মধ্যে শব্দে বাজে নিত্যকালের।

সুমনের গান শুনে

দেশের কথা বলি সবাই
দশের ভালো সকলে চাই
ভোটের রাক্সে হাত পড়লে রক্তারক্তি কাণ্ড বাথাই
রাজনৈতিক বুকনিবাজি - দেওয়াল জুড়ে সাজিয়ে রাখি
দিনবদলের স্বপ্ন নিয়ে গুরু - গম্ভীর আসর জমাই
ঘরে বাইরে সুমন বাজে -- তোমাকে চাই তোমাকে চাই

তত্ত্বতালাশ ঢের হয়েছে
নষ্ট গাজন শুরু করো
ভাগীরথীর জল আসছে জটাধারী জটায় ধরো
আগুন ঠিক জ্বলেছিলো
মশালগুলো নেভালো কে
খুঁজে দ্যাখো তুষের মতো বুকের মধ্যে ধিকিধিকি
সুমন বলে ইচ্ছে করে অন্য একটা আকাশ দেখি

দিনের মধ্যে আরেকটা দিন
জন্ম নিচ্ছে টের পাওয়া যায়
রাতের ভেতর আরেকটা রাত
লড়াই জেতার স্বপ্ন দেখায়---

একটা হাওয়া উঠছে কোথাও
একটা আবেগ ঘনাচ্ছে মেঘ।
একটা ঘূর্ণী খুর জরুরী
খুব জরুরী ভালোবাসা।

মনীষা